এখন পর্যন্ত বাড়িঘরে ৩৩,৭৬,৭৯৩ টি এবং সর্বজনীন ১,২৮,৯৪৬টি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে, বললেন শ্রী এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু শহরগুলির ৮১,০১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৩,২০০টি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কঠিন বর্জ্য আনার কাজ ১০০% পূরণ হয়েছে

নয়া দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু বুধবার “ফাউন্ডেশন ফর রেস্টরেশন অফ ন্যাশনাল ভ্যালুজ’ (এফ.আর.এন.ভি.)-এরনবম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের উদ্বোধন করেন

Posted On: 09 JUN 2017 2:18PM by PIB Kolkata

নয়া দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু বুধবার “ফাউন্ডেশন ফর রেস্টরেশন অফ ন্যাশনাল ভ্যালুজ’ (এফ.আর.এন.ভি.)-এরনবম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের উদ্বোধন করেন| এই অনুষ্ঠানের সহযোগী হচ্ছে দিল্লি মেট্রো রেল নিগম (ডি.এম.আর.সি.) এবং এই অনুষ্ঠানের মূল ভাব হচ্ছে ‘স্বচ্ছ ভারত’|

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী এম.ভেঙ্কাইয়া নাইডু এই প্রতিষ্ঠা দিবসের মূল ভাবনা ‘স্বচ্ছ ভারত’ রাখার জন্যএফ.আর.এন.ভি.-এর প্রশংসা করেন| তিনি বলেন, আমরা যে এখন ভারতে পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখি, তা আসলে দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ও ম্লান হতেথাকা সংস্কৃতিরই প্রতিফলন| সড়কের যেখানে সেখানে আবর্জনার স্তূপ, জন সমাগমের স্থানে নোংরা ফেলা, বন ধ্বংস করা এগুলো স্পষ্ট প্রতীয়মান করে যে, অন্যের প্রতি এবং ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অভাব| মন্ত্রী বলেন, ‘বর্জ্য’-কে বাতিলকরে দেওয়ার পরিবর্তে একে ‘সম্পদ’ অথবা ‘সংস্থান’ হিসেবে দেখার ক্ষেত্রে আমাদের ধারণার বদলের প্রয়োজন রয়েছে |

শ্রী নাইডু বলেন, ২০১৪ সালে শুরু হওয়া স্বচ্ছ ভারত মিশন আমাদের দেশকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য গৃহীত এযাবতকালের সর্ববৃহত জন-সংহতি| এই অভিযানে মহিলারা বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন| এক্ষেত্রে তিনি কিছু উদাহরণেরও উল্লেখ করেন | যেমন:

*মহারাষ্ট্রের ও য়াসিম জেলার সাইখেরা গ্রামের সঙ্গীতা আহওয়ালে শৌচালয় নির্মাণের জন্য তাঁর মঙ্গলসূত্র বিক্রি করে দেন|

*ছত্তিসগড়ের ধামতারি জেলার কোটাভারি গ্রামের ১০৪ বছরের কোঁয়ার বাই একই কাজের জন্য তাঁর ছাগলগুলি বিক্রিকরে দেন|

*কোলরাস ব্লকের গোপালপুর গ্রামের ২০ বছরের প্রিয়াঙ্কা আদিবাসী তাঁর শ্বশুর বাড়িতে শৌচালয় না থাকায় বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং এখন তাঁর স্বামী একটি শৌচালয় নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন |

*অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার এক মুসলিম মহিলা তাঁর পুত্রবধূকে বিয়েতে শৌচালয় উপহার দিয়েছেন, কেননা যেভাবে শৌচালয়ের অভাবে তিনি কষ্ট পেয়েছেন, পরিবারের এই নতুন সদস্য সেভাবে কষ্ট পাক, তা তিনি চান নি|

*কর্ণাটকের লাভানায়া নামেএক স্কুলছাত্রী তার গ্রামের ৮০ পরিবারের প্রত্যেকের জন্য শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়ার দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করে|

*মুম্বাইয়ের যে ভার্সোবা বিচকেনোংরা আবর্জনার জন্য বিখ্যাত ভাবা হত, একে কয়েক সপ্তাহ আগে একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সুন্দর এক সৈকতের রূপ দেওয়া হয়েছে| মানুষজন ৮০-৯০ সপ্তাহ ধরে পরিশ্রম করে এখান থেকে কয়েক হাজার টন আবর্জনা সরিয়ে দিয়েছেন| এই অভিযান ভার্সোবাআবাসের স্বেচ্ছাসেবকরা করেন| আফরোজ শাহ নামের এক ব্যক্তি ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসথেকে তার যথাশক্তি দিয়ে অন্তরিকার সঙ্গে এই অভিযান শুরু করেন, তা দেখে পরে এরসঙ্গে মানুষ যুক্ত হতে থাকেন এবং তা এক জন-আন্দোলনের রূপ নেয়|

শ্রী নাইডু বলেন, গত তিনবছর ধরে এই অভিযান বিশেষ গতি লাভ করেছে| তিনি জানান, এখন পর্যন্ত বাড়িঘরে ৩৩,৭৬,৭৯৩ টি এবং সর্বজনীন ১,২৮,৯৪৬টি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে|তাছাড়া ৬৮৮টি শহরকে এখন পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগমুক্ত (ও.ডি.এফ.) হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে ৫৩১টিকে স্বাধীনভাবে যাচাই করে ও.ডি.এফ. হিসেবেশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে| অন্ধ্রপ্রদেশ এবং গুজরাটের সবগুলো শহর ও নগরকে ও.ডি.এফ.হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে| দেশের শহরগুলির ৮১,০১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৩,২০০টি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কঠিন বর্জ্য আনার কাজ ১০০% পূরণ হয়েছে|

মন্ত্রী বলেন, তিন বছরেরএই স্বল্প সময়ে স্বচ্ছ ভারত মিশনের উদ্যোগ সত্যিকার অর্থেই দেশে এক জন-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে| আর তা সম্ভব হয়েছে জন প্রতিনিধি, এস.এইচ.জি., আধিকারিক, প্রচারমাধ্যম,এন.জি.ও., রাষ্ট্রসংঘের সংস্থা, জনপ্রিয় ব্যক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন,বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুসরণ যোগ্য ব্যক্তি, ধর্মীয় নেতা সহ সমস্ত অংশের মানুষের জড়িত হওয়ার ফলে| তিনি বলেন, সংস্থা হিসেবে এফ.আর.এন.ভি. স্বাস্থ্যবিধি, স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে এবং লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের এইধরনের আরও সংস্থার প্রয়োজন|

অনুষ্ঠানে শ্রী এম.ভেঙ্কাইয়া নাইডু স্মরণিকারও প্রকাশ করেন, যেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বেশ কিছু ঘটনার গবেষণা রয়েছে|

এফ.আর.এন.ভি.-এর সভাপতি ডক্টর ই. শ্রীধরন বলেন, দেশে শুরু হওয়া বেশকিছু অর্থনৈতিক সংস্কারের চেয়েও স্বচ্ছ ভারত মিশন বেশি গুরুত্বপূর্ণ| তাই স্বচ্ছ ভারত উদ্যোগকে আমাদের সমস্ত রকম সমর্থন ও সহযোগিতা করতে হবে| তিনি বলেন, আমাদের হৃদয় থেকে, বাড়ি থেকে এবং আমাদের চারপাশ থেকেই পরিচ্ছন্নতার সূচনা হতে হবে |

(Release ID: 1492354) Visitor Counter : 5

Background release reference

সহযোগী হচ্ছে দিল্লি মেট্রো রেল নিগম (ডি.এম.আর.সি.) এবং এই অনুষ্ঠানের মূল ভাব হচ্ছে ‘স্বচ্ছ ভারত’|